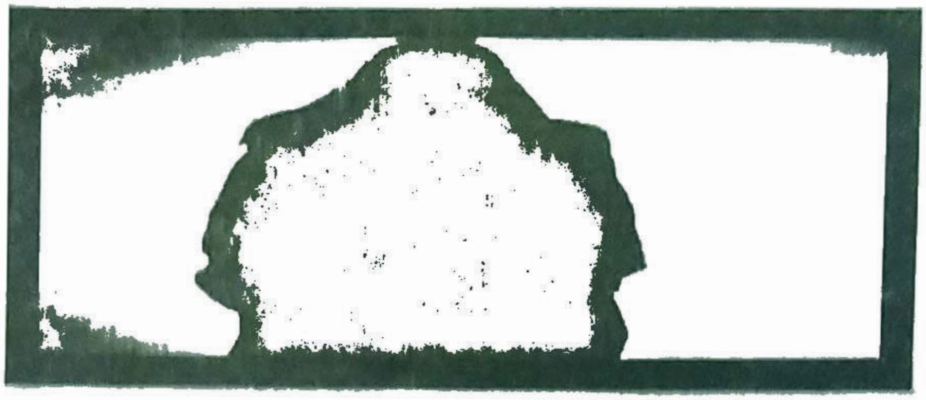

ধুসর দিন লিপি

বিধান চন্দ্র দে

গম্ভীর রাত। বাইরে চলেছে ঝড়, বৃষ্টি আর দমকা বাতাসের উন্মত্ত দাপাদাপি। বাড়ির ভিতর মানুষগুলো অসাড় নিদ্রায় অচেতন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে নোংরা বিছানায় মশারির ভিতর অসুস্থ ছেলেটার পাশে চুপ করে জেগে আছেন কমলেশ মজুমদার। কড় কড় শব্দ শোনা যাচ্ছে মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, প্রবল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে যেন আর্ত কাতরানি। শিহরিত করে তুলেছে অন্ধকার কক্ষের অসহ্য পরিবেশটিকে। দরজা-জানালা বন্ধ। তবুও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির দুরন্ত ঝাপটা বন্ধ দরজা-জানালায় বারে বারে আঘাত করে চলেছে। ঘরের বাইরে বিপর্যয় অবস্থা। দমকা বাতাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির হাঁট খোলা বারান্দাকে ভিজিয়ে দিয়ে চলেছে। আর এরই মাঝে ভেসে উঠছে, বিশ্রী, বিকট একটা আওয়াজ, মৃদু অথচ অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা শব্দ। কমলেশের মনে হলো ভিজে বারান্দায় কারা যেন ধীরপদক্ষেপ হাঁটা-চলা করে চলেছে। বারান্দার কোনে চেয়ার টেবিলটার মুখোমুখি কুলুঙ্গিটায় কমলেশের জড়ো করা বইখাতা গুলো কারা যেন অতি সন্তর্পনে নাড়াচাড়া করে চলেছে।

কমলেশ সটান বিছানায় উঠে বসলেন। কান খাড়া করে রইলেন। বৃষ্টির ছাট, দমকা বাতাসের শব্দ, না না এ শব্দ তো সে শব্দ নয়। কমলেশের মনে হল সরীসৃপ জাতীয় কতগুলি প্রাণীর বিক্ষিপ্ত বিচরণের বিস্ময় বিহ্বল বির্মূত্ত একটা শব্দ। অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠলেন কমলেশ। তবে কি রাস্তার লাইট পোষ্টবেয়ে বারান্দার কাঠের ফ্রেমের ঘুলঘুলিটার ফাঁক দিয়ে এই নির্জন নিশুতি দুর্যোগপূর্ণ রাতে নিঃশব্দে কোনও চোর এসে ঘরে ঢুকেছে ? ভাবতেই অন্ধকারের মধ্যেও কমলেশের সারা দেহে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। বিছানার বাইরে এসে কমলেশ আলোর সুইচটা টিপলেন। আলো জ্বললো না। লোডশেডিং হয়েছে। বাইরে সেই একইভাবে চলেছে ঝড়, বৃষ্টি বাতাসের একই রকম দাপাদাপি। আর বিশ্রী, বিকট ও বিদঘুটে ধ্বনির সেই ছন্দবিহীন শব্দ কটর-কটর দপদাপ।

ঘনান্ধকার পরিবেশে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন কমলেশ। দমকা বাতাসে বারান্দার বন্ধ দরজাটা কখন একসময়ে ফাঁক হয়ে খুলে গিয়েছে। যন্ত্রচালিতের মত কমলেশ ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। উদভ্রান্তের মত কমলেশ চিৎকার করে উঠলেন কে ? কে মুহূর্তে কমলেশের

চোখে যেন ধাঁধা লাগলো। কমলেশ যেন স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলি বিলীয়মান ছায়ামূর্তি সরে সরে চলে যাচ্ছে। ভয় ও উত্তেজনায় আর্তনাদ করে উঠলেন কমলেশ - কে ? কে ? কে তোমরা ? বাইরের দমকা বাতাসে হা হা শব্দে বিকট একটা হাসির রোল ভেসে উঠলো। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কমলেশ- এইশোনো, শুনছো ? কে ? কে তোমরা ? আবার সেই ভয়-কাঁপানো বিদ্রুপের একটা হাসির শব্দ ভেসে উঠলো। খুব ভয় পেয়ে গেছো দেখছি ? ভালো করে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখোতো - আমাদের চিনতে পারো কিনা ? ভয়ে - বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে উঠলেন কমলেশ - কই, কই আমিতো তোমাদের আদৌ চিনতে পারছি না। একি তোমাদের বিশ্রী বিকট বিদেহীর বাঙ্‌ময় বিকাশ ?

ইস্ এখনও তুমি আমাদের চিনতে পারছো না ? আমাদের দিকে আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতো ? আমাদের দেখে ভয় পেলে চলবে কেন ? আমরা তো তোমারই সৃষ্টি- তোমারই অসমাপ্ত সৃষ্টির অদ্ভুত পরিণতি। হে-আমাদের সৃষ্টিকর্তা - তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না তোমারই অসমাপ্ত অপরিণত ফসলের অব্যক্ত মর্মভেদী আর্তনাদ ? বিমূর্ত্ত বিদেহীর বেদনা বিধুর বিলাপ ?

আর্তনাদ করে উঠলেন কমলেশ-কই, কই, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমি যে তোমাদের এইসব হেঁয়ালির কিছুই বুঝতে পারছি না।

হোঃ - হোঃ - হোঃ - আবার সেই বিদ্রুপের হাসি। বিকট, বিভৎস একটা অট্টহাসি।

তুমিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, অথচ তুমিই তোমার নিজের সৃষ্টিকে চিনতে পারছো না ? তোমার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিতেই তো আমরা আজ বিশ্রী, বিকৃত, বিভৎস ? হে স্রষ্টা, শুনতে কি পাচ্ছো না তুমি আমাদের আর্তনাদ ? আমাদের মুখে কি তুমি ভাষা দিয়েছো ? আমাদের মধ্যে কি প্রাণ সঞ্চার করেছো ? তুমি তোমার সৃষ্টিতে অসমাপ্ত রেখার তুলির শেষ স্পর্শটুকু পর্যন্ত আমাদের বুলিয়ে দাওনি ? তুমি আমাদের মূক-বধির বিদেহী করে রেখেছো দিনের পর দিন।

কমলেশ অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠলেন - কিন্তু তোমরা, তোমরা আমার কাছে কি চাও ?

দমকা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে ভেসে উঠল অস্পষ্ট, অদ্ভূত কেঁপে কেঁপে উঠা একটা সম্মিলিত জবাব - আমরা তোমার কাছে চাই আমাদের অন্তিম পরিণতি।

কমলেশ যেন আর্তনাদ করে বলে উঠলেন - কিন্তু এতগুলি অসমাপ্ত সৃষ্টির পরিণতির জন্য যে আমার প্রয়োজন অখন্ড অবসর-ক্লান্তিহীন শান্তির নিরলস মূহূর্ত - উদ্বেগশূন্য মনের সৃষ্টিশীল পরিবেশ। বুঝলাম তোমরা আমারই সৃষ্টি। তোমরা আমার বিনিদ্র রাত্রির অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর সৃষ্টির মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি। হৃদয়ের এক কোণে তোমাদের আড়াল করে আমি ধরে রাখি। তোমাদের ওই অবয়বহীন অসম্পূর্ণতায় আমি অহরহই মনে মনে নিঃশব্দে নিভৃতে ডুকরে কেঁদে উঠি। সৃষ্টির তুলিতে তোমাদের নিয়ে সমাপ্তির রেখা টানতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করে যাই। কিন্তু হে সৃষ্টি। তোমরা তো জানো - আমি কত অসহায় - কত উদভ্রান্ত আবেগের যন্ত্রণায় অহরহই তোমাদের অসমাপ্ত জীবনের বেদনা মনে মনে ভেবে ছটফট করে মরি।

তাহলে তুমি যদি এতই অক্ষম, এতই অপারগ, তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে আমাদের টেনে আনলে কেন ? কিন্তু আমি যে শিল্পী, লেখক। তোমাদের ম্লান মুখগুলি প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে আমার যে চোখের সামনে ভেসে উঠে। তোমাদের জীবন-যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদগুলি যে আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে

তন্ত্রীতে অহরহই মূর্চ্ছনা তোলে। হৃদয়-বীণায় ঝংকার তোলে, সুর সৃষ্টি না করে যে আমি থাকতে পারিনা। বুঝতে পারি হে সৃষ্টিধর। মূক, বধির, অবয়বহীন হলেও আমরা তোমার পরিস্থিতি, তোমার ব্যথা আমরা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু হে দরদী, হে মরমী জীবন শিল্পী লেখক, তুমি আমাদের অবস্থাটা একবার হৃদয়ঙ্গম করো - আমরা কতো অসহায়। অপরিণতির অস্বস্থিকর পরিবেশ নিরালম্ব হয়ে আমাদের বিক্ষিপ্ত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। আমাদের অবয়ব অসম্পূর্ণ, মুখে ভাষা নেই - মূক, বধির। এইরকম বিকৃত, বিভৎস অবস্থায় আর কতদিন তুমি আমাদের ফেলে রাখবে ? সৃষ্টিধর কমলেশ ওর সৃষ্টির মূর্তিগুলোর কি উত্তরই বা দেবে ? কমলেশ যেন ওদের কাছে আসামীর কাঠগোড়ায় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

- কই, চুপ করে রইলে কেন ? জবাব দাও আমাদের। কমলেশ যেন আঁৎকে উঠল - জবাব ?

- হ্যাঁ জবাব। চিনতে পারো লেখক তুমি আমাদের ?

কমলেশ বিস্ময়, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন - না, না, আমি ঠিক চিনতে পারছি না।

- হোঃ - হোঃ চিনতে পারলে না শিল্পী তুমি আমায় ? আমাকে তো তুমিই তুলিতে অবয়ব দিয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী করে তুলেছো 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' বিত্ত, ঐশ্বর্য্য আভিজাত্যের মোড়কে স্বামী সংসার নিয়ে জীবনে সুখী হয়েও এক ঘর ভুলানো ভ্রমরের গুঞ্জরণে প্রতারিত হয়ে ছিটকে পড়েছিলাম মদ, জুয়া ব্যাভিচারের দুর্গন্ধময় এক বিভৎস আস্তানায়। দুঃস পরিস্থিতির রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল আমার প্রতিদিনকার জীবন। মুক্তির যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঘেরা নিষিদ্ধ পল্লীতে লেখক, হে দরদী, মরমী শিল্পী তুমি আমায়, দেখলে, ইশারায় পালিয়ে আসার ইঙ্গিত জানালে। আমিও মুক্তির আশ্বাসে ছুটে বেড়িয়ে এলাম। অনুসরণ করলাম তোমার পিছু পিছু। রুদ্ধশ্বাসী পরিবেশ এড়িয়ে উন্মুক্ত ফুটপাতের অগনন জনস্রোতে এসে দাঁড়িয়েছি। অপেক্ষা করেছি অনেক - অনেকক্ষণ। কিন্তু কোথায় আমার গন্তব্যস্থল - কোনদিকে গেলে আমি আমার আশ্রয় খুঁজে পাবো তাতো তুমি আমায় বলে দিচ্ছ না শিল্পী। আমি যে অধীর হয়ে উঠেছি - আর যে অপেক্ষা করতে পারছিনে।

কমলেশের চোখের সামনে আবার একটা ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে এল চিনতে পারছো শিল্পী। ঝড় জল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলো এক্স প্রেস কামরায় - মুখোমুখি করে বসিয়ে দিলে ভালবাসার আপনজনের কাছে। দেহের মধ্যে যৌবনের প্রমত্ত শিহরণ - চোখের দৃষ্টিতে দিলে মোহময়ী আবেগ - কিন্তু, মুখের মধ্যে দিলে না শিল্পী কোন বাঙ্ময় ভাষা। নিলর্জ্জের মতো নির্বাক হয়ে ওর দিকে কতক্ষণ আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি, বলতো শিল্পী ? হে নিষ্ঠুর লেখক তুমি আমার কণ্ঠে ভাষা দাও। নির্বাক রেখো না আর তুমি - আমার বড্ড অসহ্য ঠেকছে।

আবার একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি!

- ওহে উদ্ভ্রান্ত জীবনশিল্পী, আমাকে নিয়ে তুমি কি পাগলামী শুরু করেছো ? আমার জীবনের অসমাপ্ত অপূর্ণ কর্তব্য যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র পুত্রের বিয়ে দিয়ে, বিয়ে বাড়ির আনন্দঘন পরিবেশ নির্জন নিশীথে বিছানায় শুয়ে মধুর স্মৃতিতে বিভোর হয়ে সুখ সুপ্তিতে বেশ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তা তুমি সেই অবস্থায় করলে কি আমাকে জাগিয়ে তুলে বিছানায় উঠিয়ে বসিয়ে মাথার সামনে টাঙ্গানো বিশ বছর আগের বিগতা স্ত্রীর মধ্যে চেতনা এনে আমার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। নির্বাক বিস্ময়ে অতীত আর বর্তমান অপলক দৃষ্টিতে উভয় দিকে তাকিয়ে আছে দীর্ঘ প্রহর ধরে। আমরা পরস্পর পরস্পরকে কি

কথা বলবো-বলে দাও লেখক। রাত শেষ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ে বাড়ির লোকজনেরা ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়বে। আমাকে এই আনন্দঘন পরিবেশ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ওরা দেখলে সবাই কি ভাববে বলতো শিল্পী। জীবনের শেষ প্রান্তে এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে নিয়ে রসিকতা করে সবার কাছে আমাকে বসার উপহাস্যাস্পদ করে তোলো না। শেষ আঁচড়টা টেনে আমার অন্তিম সমাপ্তি ঘটিয়ে দাও শিল্পী।

শয়তান............চমকে উঠলেন কমলেশ। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় তাকিয়ে দেখলেন ঘন অন্ধকারেও উদ্যত একটা তর্জনী তুলে সুটপ্যান্ট পরিহিত উষ্কখুস্ক চুলে মধ্যবয়েসী সেই রাগী লোকটা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

শয়তানী করতে আর জায়গা পেলে না তুমি ? লোকটার নামের আড়ালে নিজেকে তুমি লুকিয়ে রেখে লেখনীকে তুমি তোমার প্রতিনিধি সাজিয়ে তিলে তিলে একটু একটু রঙ ও রেখার তুলি বুলিয়ে সৃষ্টি করেছো যে চরিত্রটাকে - সেটাকে মাঝপথে আদালতের দরজায় উন্মুখ উদ্‌ভ্রান্ত করে দাঁড়িয়ে রেখেছো দিনের পর দিন। বিচারকের এজলাসে লোকটাকে ঢুকিয়ে ওর মামলায় বিচারকের শেষ রায়টা ওকে শুনতে দাও - লোকটার অন্তিম জীবনের শেষ পরিণতিটা ওকে জানতে দাও। আর লেখক, এদিকে যে মৃত স্বামী লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে বেহুলার মত লোকটার স্ত্রী সংসারের অভাব, অনটন দুশ্চিন্তার উজানে উথাল পাথাল মাঝ দরিয়ায় যে দিনের পর দিন ভেসে বেড়াচ্ছে সে কথা কি জীবন শিল্পী লেখক একবারও ভেবে দেখেছো ? তুমি না লেখক, তুমি না শিল্পী ? কোথায় তোমার সেই স্পর্শকাতর মরমী হৃদয় ? ওঃ ভাবতেও পারিনা লেখক তুমি কি নিষ্ঠুর ?

কিন্তু বিচারক যে লোকটার মামলা এখন পর্যন্ত ধরেননি প্রতিপক্ষের শেষ জবাবের জন্য যে তিনি অপেক্ষা করে চলেছেন। কড় - কড় - কড়াৎ। বিকট একটা শব্দে আকাশের এককোণে সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুতের সুতীব্র ঝিলিক ঝলসে উঠলো। আর সেই ক্ষণিক দীপ্তির চ্ছটায় কমলেশের চোখের সামনে ভেসে উঠলো ডাঙ্গা টিনের চেয়ারটায় বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় পড়ে থাকা কলমটা। জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন লেখনী। জড় পদার্থটা যে প্রানবন্ত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ভেসে উঠলো কমলেশের আর্তস্বর - হ্যাঁ হ্যাঁ তোমায় আমি চিনি। তুমি তো আমার অবরুদ্ধ বেদনার অব্যক্ত প্রকাশ। কিন্তু.........

কমলেশের আর্তস্বরকে ছাপিয়ে সির সির ছায়া মূর্তি গুলির সম্মিলিত কণ্ঠস্বর - হে লেখক, হে মরমী শিল্পী, আমাদের দিকে চেয়ে দেখো। আমরা তোমার মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা, তোমার চারিপাশেই তোমার সৃষ্ট চরিত্রগুলো বিকৃত, বিকলাঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। তোমার চোখেই আমাদের অবয়ব- তোমার হৃদয়ের কোণে আমাদের পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনা- তোমার নিপুণ তুলিতেই আমাদের পরিপূর্ণ পরিণতি। হে লেখক, হে শিল্পী তোমাকে তো দিয়েছি এই নির্জন নিশুতির অখণ্ড অবসর তোমাকে আমরা প্রেরণা দিচ্ছি - তুমি আমাদের বিকলাঙ্গ চরিত্রগুলি পরিসমাপ্তি ঘটাও। কমলেশ অন্ধকারের মধ্যে উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করে উঠলো - কিন্তু কোথায় আমার সেই সৃজনশীল উৎস ? কোথায় সেই আমার উদ্বেগহীন মনের নিরুত্তাপ সেই প্রশান্তি বিদ্রুপের হাসিতে ফেটে পড়ল ছায়ামূর্তিগুলো। কিন্তু হে লেখক, জীবনশিল্পী আজকের এই যুগ যন্ত্রণার উদ্বেল কর্মচঞ্চল জীবনে দুর্লভ সুযোগ তুমি তো কোনদিন পাবে না, তাহলে কি আমার তোমার উত্তপ্ত চিন্তার উদ্ভট ফসিল হয়ে পড়ে থাকবো তোমার এপাশে, ওপাশে দেওয়ালে,

কুলুঙ্গিতে গুঁজে থাকা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে - আর আমাদের অবয়বহীন বিকলাঙ্গ চরিত্রগুলো অব্যক্ত ব্যথায় নির্জীব হয়ে শেষ পরিণতি লাভ করবে জীর্ণ বিদীর্ণ পুরাতন কাগজগুলো দুর্গন্ধময় আবর্জনায় ? তাহলে হে লেখক, তুমি তো ব্যর্থ শিল্পী, ব্যর্থতাই ওইসব নিরলস প্রয়াস। আমরা তো বেশ ছিলাম। তুমি কেনই বা আমাদের টেনে আনলে আর কেনই বা তোমার ডাকে আমরা ছুটে এলাম। উঃ- ভাবতেও আর পারিনা - কী দুর্ভাগ্য আমাদের- কী অসহনীয় আমাদের জীবনের অন্তিম পরিণতি।

****

A moment of blood motivation camp organized by Growing Seed